বৃষ্টির পানি

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আজকের আলোচনার বিষয় 'বৃষ্টির পানি' ।

বৃষ্টির পানি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, দয়া, রহমত। সমস্ত জীবন্ত প্রাণী, বৃক্ষ গাছপালা, শস্য ইত্যাদি পানি ব্যতীত বেঁচে থাকতে পারে না।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

أَفَرَأَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾

أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾

সূরা আল ওয়াকিয়া: আয়াত নং ৫৬: ৬৮, ৬৯

তোমরা যে পানি পান করো সে বিষয়ে তোমরা ভেবে দেখেছ কি? মেঘ থেকে তা কি তোমরা নাযিল করো, নাকি আমরা নামিয়ে আনি।

لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً فَلَوْلاَ تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

সূরা আল ওয়াকিয়া: আয়াত নং ৫৬: ৭০

আমরা ইচ্ছা করলে তা লোনা লবণাক্ত রেখে দিতে পারি, তবু কেন তোমরা শোকর আদায় করো না?

সূরা আল আন'আম: আয়াত নং ৬: ৬ (مِّدْرَاراً -মুষলধারে বৃষ্টিপাত)

তাদের প্রতি আমরা মুষলধারে বৃষ্টিপাত করেছিলাম।

সূরা আন নূর: আয়াত নং ২৪: ৪৩ (وَدْقَ -বৃষ্টির পানি)

তুমি কি দেখনা, আল্লাহই তো পরিচালিত করেন মেঘমালাকে, তারপর সেগুলো একত্র করেন, অতঃপর পুঞ্জিভূত করেন, তারপর তুমি দেখতে পাও সেগুলোর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে বৃষ্টির পানি।

সূরা আল আন্ নাবা: আয়াত নং ৭৮: ১৪ (مَآءً ثَجَّاجاً -প্রচুর পানি)

আর বর্ষাধারী মেঘমালা থেকে বর্ষন করেছি প্রচুর পানি।

সূরা আল আম্বিয়া: আয়াত নং ২১: ৩০ (كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ -সমস্ত প্রাণবানকে)

আর সমস্ত প্রাণবানকেই আমরা সৃষ্টি করেছি পানি থেকে।

সূরা আল ফুরকান: আয়াত নং ২৫: ৪৮ (مَآءً طَهُوراً -বিশুদ্ধ পানি)

(তখন) আমরাই নাযিল করি আসমান থেকে বিশুদ্ধ পানি।

সূরা কাফ: আয়াত নং ৫০: ৯ (مَآءً مُّبَارَكاً -কল্যাণময় পানি)

আমরা আসমান থেকে নাযিল করি মোবারক (কল্যাণময়) পানি।

সূরা আবাসা: আয়াত নং ৮০: ২৫ (اَلْمَآءَ صَبّاً -প্রবল বৃষ্টিপাতের পানি)

আমরাই তো বর্ষণ করি প্রবল বৃষ্টিপাতের প্রচুর পানি।

সূরা আল জ্বিন: আয়াত নং ৭২: ১৬ (مَّآءً غَدَقاً -বৃষ্টির পানি দ্বারা সমৃদ্ধ)

তারা যদি সত্যপথে কায়েম থাকত, অবশ্যই আমরা প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদের সমৃদ্ধ করতাম।

মুসলিম শরীফের হাদীস :

রাসূল সা: বলেন, মহান মহিমাময় আল্লাহ বিচারের দিন বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পান করার জন্য পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি দাও নি! বান্দা বলবে: হে পালনকর্তা! আমি কিভাবে আপনাকে পানি দিতে পারি, যেখানে আপনিই সকলের রব? আল্লাহ বলবেন: আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পান করার জন্য পানি চেয়েছিলো, কিন্তু তুমি দাও নি। তুমি যদি পানি দিতে, তবে আজ তুমি আমার কাছে পানি পেতে।

বুখারী শরীফের হাদিস :

রাসুল সাঃ বলেন: এক পতিতার সমস্ত গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তার যাত্রা পথে সে এক কুকুরকে দেখল হাপাচ্ছে এবং তৃষ্ণায় মরার উপক্রম হয়েছে। সে নিজের জুতা কে তার ওড়নার সাথে বেঁধে পাশের কুয়া থেকে পানি তুলে কুকুরকে পান করিয়েছিল। এ কারণেই আল্লাহ তার পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

আবু দাউদ শরীফের হাদিস :

রাসূল সা:কে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল; কোন দান উত্তম? তিনি বলেছিলেন: খাবার পানি সরবরাহ করা।

- পৃথিবীর মোট পানির পরিমাণ হচ্ছে ১.৩৮৬ বিলিয়ন ঘন কিউবিক কিলোমিটার। যার শতকরা ৯৭.৫ ভাগ লবণ পানি। শতকরা মাত্র ২.৫ ভাগ মিঠা পানি। মিঠা পানির পরিমাণের শতকরা মাত্র ০.৩ ভাগ তরল পানি, বাকিটা বরফ।
- পৃথিবীতে প্রতিবছর বৃষ্টির পরিমাণ হচ্ছে ৫,০৫,০০০ ঘন কিউবিক কিলোমিটার। যার মধ্যে সমুদ্রে পতিত হয় ৩৯৮,০০০ ঘন কিউবিক কিলোমিটার। এতে পৃথিবী পৃষ্ঠে বৃষ্টির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৯ ইঞ্চি (৯৯০ মিলিমিটার)
- অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট (Antioxidant) মানুষের শরীরের ফ্রী রেডিক্যাল (Free radical) দমন করে। ফ্রি রেডিক্যাল হৃদরোগ ও ক্যান্সারের কারণ। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট (Antioxidant) পাওয়া যায় প্রকৃতিগতভাবে উৎপন্ন তাজা শাকসবজি এবং ফলমূলে। বৃষ্টির পানি না হলে কখনোই শাকসবজি ও ফলফলাদির মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট (Antioxidant) পাওয়া যেতো না।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা,বৃষ্টির পানি আল্লাহর বিশেষ অনুদান ও রহমত। আমাদেরকে বৃষ্টির পানি দান করার জন্য আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। আর শুকরিয়া আদায় করার পথ হচ্ছে- আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে তাঁর ইবাদত করা এবং নিজের ও মানুষের কল্যাণের জন্য সৎ পথে উপার্জন ও সৎকর্ম করা। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।

আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।